ডাকাতের গল্প

গল্পটা মন্দারপিসিমার মুখে শোনা। মন্দারপিসি আমার বাবার খুড়তুতো বোন। পিসেমশাইয়ের দুবাই না আবুধাবি কোথায় ব্যবসাপত্তর ছিল। ওদের ছেলেপুলে হয়নি। দেশে এলে পিসি সাসারামে আমাদের বাড়িতে আসতো। আমি তখন খুব ছোট। আমার সে সব কথা মনে নেই। তবে মা'র কাছে পিসির গল্প অনেক শুনেছি। পিসি নাকি খুব ডানপিটে ছিল ছোটবেলায়, "গেছো মেয়ে" বলতো সবাই। মন্দার নামটাও কেমন ছেলে ছেলে। ব্যায়াম ট্যায়াম করতো পাড়ার আরও ক'জন ছেলে-মেয়ের সাথে। বলতো দেশের সেবা করবে বলে গায়ের জোর করছে। কি একটা সমিতির মেম্বার ছিল ওরা।

আমার সঙ্গে পিসির পরিচয় হল আরও অনেক বছর পরে। পিসেমশাই গত হয়েছেন বহুদিন, ব্যবসাপত্তর পুঁজি-পাতি সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। মন্দারপিসির শরীরও ভাল নেই আর, রোগ-জ্বরা নিয়ে অতি কষ্টে দিনপাত করছে। মন্দারপিসি মাঝে মাঝে তার আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে গিয়ে থাকতো। তাদের সেবা যত্নে একটু সুস্থ সমর্থ হয়ে আবার জামতাড়ায় তার পৈত্রিক ভিটেয় ফিরে যেতো। আমি যখন পাটনায় কলেজে পড়ি মন্দারপিসি আমাদের বাড়িতে প্রায় বছর খানেক ছিলো। সেবার গরমের ছুটিতে পিসির কাছে অনেক গল্প শুনেছিলাম। "ডাকাতের গল্প"টাও তখনই শুনেছি। মন্দারপিসির নিজের জীবনের ঘটনা। গল্পের খুঁটিনাটিগুলো এখন আর ভাল করে মনে নেই। মন্দারপিসির অল্প বয়সের অভিজ্ঞতা এটা, কাজেই ষাঠ-পঁয়ষট্টি বছর পরে গল্পটা যখন আমাদের বলেছিল ঘটনার সব অংশগুলো তারও হয়তো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে ছিল না। কাজেই অনেক গরমিল থাকা স্বাভাবিক। আশা করি এই ত্রুটিটুকু পাঠক মাফ করে দেবেন।

কলকাতায় মন্দারপিসির এক মামা থাকতেন। জামতাড়ায় বসে মেয়ের জন্যে ভাল পাত্র জোগাড় করার সম্ভাবনা কম বলে শ্যালকের হাতে এই গুরুদায়িত্ব সঁপেছিলেন মন্দারপিসির বাবা। কলকাতায় বাঙালী পাত্রের অভাব নেই। খুঁজে পেতে গোটা আষ্টেককে শর্টলিস্ট করে মামা তলব পাঠালেন জামতাড়ায় - 'মন্দারকে অবিলম্বে কলকাতায় পাঠানো হোক'। কনে দেখা পর্ব মিটিয়ে ফাইনাল

সিলেকশনে নামা যাবে। মন্দারপিসি বয়সকালে দারুণ রূপসী ছিল - একথা আত্মীয় স্বজনদের মুখে ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি। কাজেই কনে দেখা ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত ছিল না কেউ। তবে মেয়েকে অতদূর পাঠাতে হলে জোগাড় যন্তর আবশ্যক। মন্দারপিসির বাবা উকিল মানুষ, সময় নেই। মা অত বড় সংসার ফেলে এক পা নড়তে পারেন না কোথাও, তাঁর যাবার প্রশ্নই ওঠে না। শেষ অবধি ছোটকাকা আর কাকীমার সঙ্গে মেয়েকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন ওঁরা। কাকীমার কোলের বাচ্চাটা খুব ছোট, মাত্র বছর দেড়েকের; তবে যাচ্ছেন আত্মীয় কুটুমের বাড়ি, কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।

শেষ অবধি কেটে ছেঁটে তিন জায়গা থেকে কনে দেখতে ডাকা হল। আটজনের মধ্যে সেরা যে তিন জন। তিন পার্টিরই কনে পছন্দ হয়েছে। জামতাড়ায় ফিরে যাবার পর জানা যাবে এদের মধ্যে কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লো।

সে সময় যাতায়াতের জন্য এতগুলো সুবিধাজনক ট্রেন ছিল না। কলকাতা থেকে যাত্রা করে আসানসোলে নেমে ট্রেন বদল করে জামতাড়ায় যেতে হত। কনে-পার্টি আসানসোলে পৌছে শুনলো তাদের ট্রেন খানিক আগে চলে গেছে। আগামী কাল সকালের আগে আর কোন ট্রেন নেই। রাত্রি প্রায় দশটা। ট্রেনের ধকলে সবাই ক্লান্ত, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। বাচ্চাটা সমানে কেঁদে চলেছে। ওয়েটিংরুমে ছারপোকা অধ্যুষিত ক'খানা চেয়ার আছে শুধু।

ওদের দুর্দশা দেখে একটি বিহারী পরিবার, যারা হাওড়া থেকে ওদের সঙ্গে একই কম্পার্টমেন্টে এসেছে, ওদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলো। বিহারী পরিবারটি স্টেশন থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে করে ডুমুরডিহি যাবে। প্রায় ঘণ্টা তিনেকের পথ।

ভদ্রলোক মন্দারের কাকাকে বললেন, "আপনাদের আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতাম। কিন্তু ভোর বেলায় আপনাদের ট্রেন ধরতে হবে। যেতে আসতেই কেটে যাবে সময়টা।"

ভদ্রলোক বললেন স্টেশন থেকে মাইলখানেক দূরে তাঁর আড়ত আছে। আড়তের লাগোয়া একখানা ঘর আছে। ঘরখানা তেমন ভাল না হলেও ওঁরা রাতটা ওখানে ঘুমিয়ে নিতে পারবেন। সকালে আড়তের কর্মচারী গাড়ি ডেকে

দেবে স্টেশনে যাওয়ার জন্যে। গোড়ায় অল্প একটু দ্বিধা দ্বিরুক্তি করে এই ব্যবস্থাতেই রাজী হয়ে গেলেন ছোটকাকা ও কাকীমা। রাতভোর এক কাঁদুনে বাচ্চা নিয়ে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করার চাইতে এরকম একটা আশ্রয় পেলে বেঁচে যান ওঁরা। ভদ্রলোককে ভুরি ভুরি ধন্যবাদ জানিয়ে কাকা-কাকীমা মন্দার ও শিশুপুত্র টুবলুকে নিয়ে আর একটা ঘোড়ার গাড়িতে ভদ্রলোকের গাড়ির পিছু পিছু চললেন। কিছুদূর গিয়ে সামনের গাড়িটা বড় রাস্তায় মোড় নিলো। মন্দারদের গাড়ি একটা গলির মধ্যে ঢুকে একটা গোদাম ঘরের সামনে এসে থামলো। বিহারী ভদ্রলোক - কি যেন সিং নাম তাঁর - একটা লোককে এদের সঙ্গে দিয়েছিলেন।

লোকটা গাড়ি থামতেই তড়াক করে নীচে নেমে হাঁক পাড়লো, "এ চরঞ্জিৎ, এ হো ববুয়া ----।"

চরঞ্জিৎ ওরফে ববুয়া এসে সামনে দাঁড়াতেই কাকীমার মুখ শুকিয়ে গেল। টুবলুকে সজোরে বুকে চেপে ধরলেন। কালো শুঁটকো মত লোকটার মুখে কেমন একটা ভয়াল অভিব্যক্তি। দু'চোখ কটা, পিঙ্গলাক্ষী যাকে বলে; অথচ গায়ের রঙ রীতিমত কালো। চোখদুটো বেশ ট্যারাও। এরা ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। গাড়োয়ান সীটে বসে গাড়ি ঘুরিয়ে উল্টোপানে চলে গেল।

কাকা ডাকলেন, "গাড়ি ভাড়া নিয়ে যাও!"

যে লোকটা সঙ্গে এসেছিল হাত নেড়ে বললো, "আপনা আদমি হ্যায়।"

অর্থাৎ গাড়িওলা ওদেরই মাইনে করা লোক। গাড়িটা মনিবের নিজস্ব, ভাড়াটে গাড়ি নয়। এরপর লোকটা চরঞ্জিৎ'কে কিছু নির্দেশ দিয়ে চলে গেল। গাড়িটা তখনো রাস্তার ওপারে অপেক্ষা করছিল। লোকটা উঠে বসতেই 'হট্ হট্' করে গাড়ি হাঁকিয়ে দিলো গাড়োয়ান।

চরঞ্জিৎ চটপট এদের সুটকেসটা নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। অগত্যা এরাও ওর পিছু পিছু ঘরে ঢুকলো। একখানা টানা লম্বা ঘর। সরু একফালি ঘেরা জায়গায় প্রাতঃকৃত্যের ব্যবস্থা। জলের কল নেই, একটা লোহার বালতিতে আধ বালতি জল ও একটা প্লাস্টিকের মগ। কাকীমা টুবলুকে কোলে নিয়ে এক পাশে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। টুবলুও কিছু একটা আন্দাজ করে কান্না থামিয়ে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আঁচ করার চেষ্টা করছে। মন্দার বেডিং খুলে মাটিতে বিছানা পেতে কাকিমাকে বসালো। নিজে বসলো। ছোটকাকাও বসলেন।

হঠাৎ হুড়মুড় করে শাটার টানার আওয়াজ শুনে চমকে উঠলো সবাই।

চরঞ্জিৎ ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে থেকে শাটার টেনে দিয়েছে। ঘরটা দোকানঘরের মত একদিক খোলা। শাটার টানায় সে দিকটা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেল। একেবারে লোকচক্ষুর আড়ালে এরা এখন, বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। আড়তের লাগোয়া কোনও বসতবাড়ি নেই। আশেপাশে অন্য কোনও মানুষজনও আসার সময় চোখে পড়েনি। এই জমিটুকুর মালিক ওদের ট্রেনের সহযাত্রী কি যেন এক সিং, পুরো নামটাও ভালো করে শোনা হয়নি। সম্পূর্ণ অচেনা একটা লোকের কথায় ওরা অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে এই ইঁদুরের কলে এসে ঢুকে পড়লো। এর চাইতে স্টেশনে রাত কাটানো ঢের ভাল ছিল। কে জানে কি কপালে আছে এখন!

কাকীমা বললেন চরঞ্জিৎ লোকটা চোখ টেরিয়ে ওঁর গয়নাগুলো দেখছিল, উনি স্পষ্ট দেখেছেন। বেশ কিছু গয়না পরে আছেন কাকীমা। মন্দারের গায়েও গয়না রয়েছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের এই কলকাতা যাত্রা, তাতে গয়নাগাটি তো থাকবেই! কে ভেবেছিল এভাবে ডাকাতের কবলে পড়তে হবে তাদের। আড়তের কর্মচারী হোক আর যা হোক এদের উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। চরঞ্জিৎ নিশ্চয়ই এতক্ষণে তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের খবর পাঠিয়ে দিয়েছে। শুঁটকোপানা লোকটা হয়তো একা হাতে এদের সবাইকে সাবড়াতে পারবে বলে ভরসা পাচ্ছে না।

তা বলে এই ভাবে এক কথায় বেঘোরে মরবে ওরা এতটুকু চেষ্টা চরিত্তির না করে! না, তা হয় না। ছোটকাকা মন্দারের দিকে তাকালেন। মন্দার স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছোটকাকার দিকে। ব্যস, প্ল্যান রেডী। পরক্ষণে ছোটকাকা শাটারে গা সাঁটিয়ে অধৈর্য স্বরে ডাকলেন, "চরঞ্জিৎ! চরঞ্জিৎ!"

বেশ অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করার পর শাটারের অপর প্রান্তে সাড়া পাওয়া গেল।

ছোটকাকা বললেন, "এক বালতি জল আনো শিগ্‌গির। বাচ্চাটা বমি করেছে।"

চরঞ্জিৎ বললো জল আনতে যাচ্ছে। মিনিট দশ কি পনেরো কেটেছে, ওপাশে চরঞ্জিতের সাড়া পাওয়া গেল আবার। জলের বালতি নামিয়ে শাটার খুলছে। হুড়মুড় শব্দ করে শাটার উপরে উঠে গেল। চরঞ্জিৎ বালতি হাতে করে ঘরে ঢুকলো। ঘরের মধ্যে কয়েক পা এসেছে। কাকীমা টুবলুকে নিয়ে ওপাশের সরু ফালিতে চলে গেছেন এদের নির্দেশমত। চরঞ্জিৎ সেই দিকে অগ্রসর হল। আর

তক্ষুণি ছোটকাকা আর মন্দার একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো চরঞ্জিতের উপর। তার মুখে কাপড় গুঁজে হাত পা আচ্ছা করে কষে বেঁধে বাথরুমের সরু ফালিতে শুইয়ে দিলো তাকে, একেবারে অনড় - অচল অবস্থায়। তারপর নিজেদের জিনিসপত্র - যেগুলো আগেই রেডি করে রেখেছিল - নিয়ে ওরা সবাই নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নামলো। না, টুবলু কোন আওয়াজ করেনি। বাচ্চাদের বোধহয় একটা সিক্সথ্ সেন্স্ থাকে।

হাঁটা পথে কিছু দূর যাবার পর একটা খালি টাঙ্গা পাওয়া গেল। চটপট টাঙ্গায় উঠে বসলো সবাই।

ছোটকাকা গাড়োয়ানকে বললেন, "স্টেশন"।

উল্টোদিক থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি আসছিল। কালকের সেই গাড়িটাই। সেই একই গাড়োয়ান আর সঙ্গে সেই লোকটাই, যে রাত্রে ওদের ওই খুনেদের আড্ডায় রেখে এসেছিল। টাঙ্গা তার ডাকে সাড়া না দিয়ে এগিয়ে চললো। কিন্তু লোকটা নাছোড়।

"বাবুজী, রোকিয়ে," বলতে বলতে সমানে পিছু করতে লাগলো।

ততক্ষণে লোকালয়ে এসে গেছে ওরা। কাকা টাঙ্গাওলাকে থামতে বললেন। লোকটা হাতে কি সব লটবহর নিয়ে এগিয়ে এলো। ওর মনিব সেই সিং ভদ্রলোক বাবুজিদের জন্যে খাবার পাঠিয়েছে। বিরাট একটা টুকরি। অনুনয় বিনয় করে গছালো সেটা। তার মনিবের হুকুম, এর অন্যথা হলে তাকেই শাস্তি পেতে হবে।

টুকরিটা নিয়ে আবার ওরা স্টেশন অভিমুখে চললো এবং খানিক পরে পৌঁছে গেল। কাকীমা বললেন টুকরিটা রাস্তাতেই ফেলে দাও, নির্ঘাৎ খাবারে বিষ মেশানো আছে। কিন্তু রাস্তার মধ্যে খাবারের টুকরি ফেলবে কোথায়? লোকে দেখলে কি ভাববে? তাছাড়া গরীব দুঃখী কেউ রাস্তা থেকে তুলে ওই বিষ মেশানো খাবার খায় যদি? অতএব জামতাড়া পর্যন্ত নিয়ে যেতে হল ঝুড়িটাকে। বাড়ি গিয়ে খোলা হল। কচুরি, আলুর দম আর হালুয়া সরিয়ে রেখে ফল আর বাজারের মিষ্টি একটু একটু করে খাওয়া হল। তারপর বাকি খাবারগুলোও খেলো সবাই। অতি উপাদেয় খাবার। খাঁটি ঘিয়ে রান্না। হালুয়ায় বাদাম কিসমিসের ছড়াছড়ি। কাকীমা মন্দারকে বললেন, "ভাগ্যিস তুই বুদ্ধি করে ছাতার কথাটা বলেছিলি!"

এতদূর বলে মন্দারপিসি হাই তুললেন। বুড়ো মানুষ, আশীর কাছাকাছি বয়স। রাতও কম হয়নি। কিন্তু আমরা নাছোড়।

"ছাতার কথাটা কি পিসিমা? কার ছাতা?"

"কারও ছাতা নয়, স্রেফ ভাঁওতা। লোকটার হাত থেকে খাবারের ঝুড়ি নিয়ে যখন টাঙ্গাওলাকে গাড়ি চালাতে বললো ছোটকাকা, আমি ঘাড় বেঁকিয়ে লোকটাকে বললাম, 'শোনো, আমাদের একখানা ছাতা তোমাদের ওখানে ফেলে এসেছি। ওটা কোন দুখী মানুষকে দিয়ে দিও। ও ছাতা আমাদের আর চাই না।' তা না হলে ওরা হয়তো কতকাল ও ঘরে ঢুকতো না। চরঞ্জিৎ শুকিয়ে আমসত্ব হয়ে থাকতো।"

আমার মা দিনান্তের টুকিটাকি কাজগুলো সেরে রাখছিলেন আর মাঝে মাঝে এঘরে এসে দেখে যাচ্ছিলেন।

মন্দারপিসির কাহিনী শেষ হতে মা মন্তব্য করলেন, "সেই তখন থেকেই ওর ছোট কাকা দাড়ি রাখা শুরু করলো। আর তার বউ তো বাড়ি থেকে বেরুনোই বন্ধ করে দিলো। ওদের ভয় কখন কোথায় ট্রেনের সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। লজ্‌জায় পালাবার পথ পাবে না।"

"তার মানে সত্যিকারের ডাকাত নয়! তোমরা ভেবেছিলে ওরা ডাকাত! কিন্তু তাহলে শাটার নামিয়েছিল কেন?"

মন্দারপিসি বলল, "শাটার নামানো ছাড়া উপায় কি? ঘরের গা ঘেঁসে আগাছার জঙ্গল। আবর্জনা পড়ে রয়েছে যেখানে সেখানে। আব্রু বলতে ওই শাটারটাই।"

"কিন্তু চরঞ্জিৎ যে তোমার কাকীমার গয়না দেখছিল চোখ টেরিয়ে?"

"ট্যারা মানুষ আর কি ভাবে তাকাবে? ও হয়তো অন্যদিকে দেখছিলো। কাকীমা ভাবলো কাকীমার গয়না দেখছে।"

"আর মন্দারপিসি, তুমি?"

মা মন্দারপিসির হয়ে উত্তর দিলেন, "মন্দারঠাকুরঝি তো এই ঘটনার মাস দেড়েকের মধ্যে বিয়ে করে বরের সঙ্গে বিদেশে পাড়ি দিলো। সেখানে আর কে চিনতে যাচ্ছে তাকে?"

"হ্যাঁ পিসি, তুমি পিসেমশাইকে এই গল্পটা বলেছিলে? পিসেমশাই জানতো তুমি কি দুর্দান্ত সাহসী, তোমার গায়ে কত জোর?"

মন্দারপিসির শুকনো গালে অদৃশ্য অরুণিমার আবেশ লাগে।

মা আমাদের তাড়া দিলেন, "ঠাকুরঝিকে আর জ্বালসনি তোরা। তোদের না

হয় স্কুল কলেজ বন্ধ। ভোরে উঠে স্নান পুজো করতে হবে ঠাকুরঝিকে। ওকে এবার বিশ্রাম করতে দে।"